

# উৎপত্তিগত দিক থেকে শব্দের প্রকারভেদ

Course name: Functional Bangla

Motasim Billah

# উৎপত্তিগত দিক থেকে শব্দের প্রকারভেদ

---

উৎপত্তিগত দিক থেকে শব্দকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

- তৎসম শব্দ
- অর্ধ-তৎসম শব্দ
- তদ্ভব শব্দ
- দেশি শব্দ
- বিদেশি শব্দ

## তৎসম শব্দ

- সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে।
- তৎ (তার)+ সম (সমান)= তার সমান অর্থ্যাৎ সংস্কৃত।
- প্রাকৃত বা অপভ্রংশের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়নি।
- কেবল তৎসম শব্দেই ষ, ণ ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ: চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য ইত্যাদি।

- ঋ, র, ষ এর ব্যবহার, তৎসম প্রত্যয়, তৎসম উপসর্গ, তৎসম ধাতু যুক্ত হওয়ার মাধ্যমেও তৎসম শব্দ হতে পারে।

## অর্ধ-তৎসম শব্দ

- কিছু সংস্কৃত শব্দ সামান্য পরিবর্তিত আকারে বাংলা ভাষায় স্থান নিয়েছে।
- অর্ধ তৎসম মানে আধা সংস্কৃত।
- অর্ধ-তৎসম এর পর শব্দের অন্য কোন রূপ নেই।

উদাহরণ: জ্যোছনা, ছেরাদ, গিনী, বোষ্টম, কুচ্ছিত, এসব শব্দের তৎসম রূপ হচ্ছে যথাক্রমে- জ্যোৎস্না, শ্রাদ্ধ, গৃহিণী, বৈষ্ণব, কুৎচ্ছিত।

## তদ্ভব শব্দ

- শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় স্থান নিয়েছে।
- সংস্কৃত শব্দ- প্রাকৃত- তদ্ভব
- তবে শব্দের এই ক্রম পরিবর্তনটি যথাযথ নিয়ম অনুসারে হয়েছে।
- খাঁটি বাংলা শব্দ বলা হয়।
- প্রাকৃতজ শব্দও বলা হয়।
- বাংলা ভাষায় তদ্ভব শব্দের পরিমাণ বেশি।

উদাহরণ: হস্ত- হথ-হাত, চর্মকার-চম্মআর-চামার, দুগ্ধ-দুদ্ব-দুধ, চন্দ্র-চন্দ-চাঁদ।

# দেশি শব্দ

- বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের ভাষা (যেমন: কোল, মুন্ডা প্রভৃতি ভাষা) ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত রয়েছে।
- অনেক সময় এসব শব্দের মূল নির্ধার করা যায় না; কিন্তু কোন ভাষা থেকে এসেছে তার সন্ধান পাওয়া যায়।

উদাহরণ: কুড়ি (বিশ)- কোলাভাষা, পেট (উদর)- তামিল ভাষা, চুলা (উনুন)-মুন্ডারী ভাষা। কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর ইত্যাদি।

# বিদেশি শব্দ

- রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান নিয়েছে।
- আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পর্তুগিজ, ফরাসি, গুলন্দাজ, তুর্কি- এসব ভাষার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শব্দ বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়।
- এছাড়া ভারত, মায়ানমার (বার্মা), মালয়, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেরও কিছু শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে।

ক. আরবি শব্দ : বাংলায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—

- (১) ধর্মসংক্রান্ত শব্দ : আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওজু, কোরবানি, কুরআন, কিয়ামত, গোসল, জান্নাত, জাহান্নাম, তওবা, তসবি, জাকাত, হজ্জ, হাদিস, হারাম, হালাল ইত্যাদি।
- (২) প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ : আদালত, আলেম, ইনসান, ঈদ, উকিল, ওজর, এজলাস, এলেম, কানুন, কলম, কিতাব, কেছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, নগদ, বাকি, মহকুমা, মুপেফ, মোস্তার, রায় ইত্যাদি।

খ. ফারসি শব্দ : বাংলা ভাষায় আগত ফারসি শব্দগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

- (১) ধর্মসংক্রান্ত শব্দ : খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা ইত্যাদি।
- (২) প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ : কারখানা, চশমা, জ্বানবন্দি, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বান্দা, বেগম, মেথর, রসদ ইত্যাদি।
- (৩) বিবিধ শব্দ : আদমি, আমদানি, জানোয়ার, জিল্দা, নমুনা, বদমাশ, রফতানি, হাজ্জামা ইত্যাদি।

গ. ইংরেজি শব্দ : ইংরেজি শব্দ দুই প্রকারের পাওয়া যায়—

- (১) অনেকটা ইংরেজি উচ্চারণে : ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, টিন, নভেল, নোট, পাউডার, পেন্সিল, ব্যাগ, ফুটবল, মাস্টার, লাইব্রেরি, স্কুল ইত্যাদি।
- (২) পরিবর্তিত উচ্চারণে : আফিম (Opium), অফিস (Office), ইস্কুল (School), বাক্স (Box), হাসপাতাল (Hospital), বোতল (Bottle) ইত্যাদি।



### ঘ. ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার শব্দ

- (১) পর্তুগিজ : আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, পাদ্রি, বালতি ইত্যাদি।
- (২) ফরাসি : কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেসেতারী ইত্যাদি।
- (৩) ওলন্দাজ : ইস্কাপন, টেক্কা, তুরূপ, বুইতন, হরতন ইত্যাদি।

### ঙ. অন্যান্য ভাষার শব্দ

- (১) গুজরাটি : খন্দর, হরতাল ইত্যাদি।
- (২) পাঞ্জাবি : চাহিদা, শিখ ইত্যাদি।
- (৩) তুর্কি : চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা ইত্যাদি।
- (৪) চিনা : চা, চিনি ইত্যাদি।
- (৫) মায়ানমার (বার্মিজ) : ফুজি, লুজি ইত্যাদি।
- (৬) জাপানি : রিজ্জা, হারিকিরি ইত্যাদি।

**মিশ্র শব্দ :** কোনো কোনো সময় দেশি ও বিদেশি শব্দের মিলনে শব্দদ্বৈত সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন – রাজা-বাদশা (তৎসম+ফারসি), হাট-বাজার (বাংলা+ফারসি), হেড-মৌলভি (ইংরেজি+ফারসি), হেড-পণ্ডিত (ইংরেজি+তৎসম) স্মিফ্টাদ (ইংরেজি+তৎসম), ডাক্তার-খানা (ইংরেজি+ফারসি), পকেট-মার (ইংরেজি+বাংলা), চৌ-হন্দি (ফারসি+আরবি) ইত্যাদি।

**পারিভাষিক শব্দ :** বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। এর বেশিরভাগই এ কালের প্রয়োগ।

**উদাহরণ :** অক্সিজেন–oxygen; উদযান–hydrogen; নথি–file; প্রশিক্ষণ–training; ব্যবস্থাপক–manager; বেতার–radio; মহাব্যবস্থাপক–general manager; সচিব–secretary; স্নাতক–graduate; স্নাতকোত্তর–post graduate; সমাপ্তি–final; সাময়িকী–periodical; সমীকরণ–equation ইত্যাদি।

ঐগ্যবাদ